পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্পূর্ণ জীবনালেখ্য

পাগল ঠাকুর

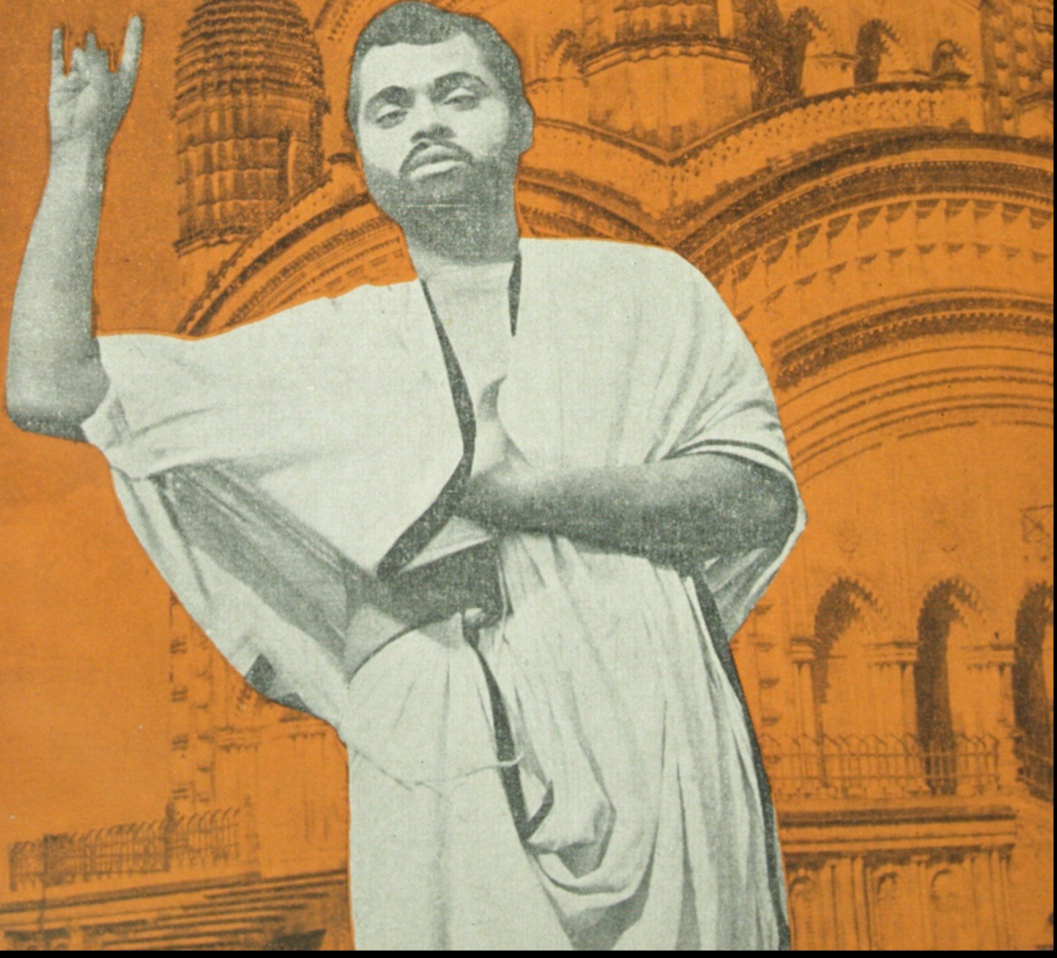

তীর্থ-ভারতীর শ্রদ্ধাঞ্জলি···

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সম্পূর্ণ জীবনালেখ্য···

পাগল ঠাকুর

প্রযোজনা - রচনা - চিত্রনাট্য - সংলাপ ও পরিচালনা : **হিরন্ময় সেন**

সংগীত পরিচালনা : **দেবেশ বাগচী** ॥ প্রধান সম্পাদক : **অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়**

প্রধান সহকারী পরিচালক : **শিব ভট্টাচার্য** ॥ চিত্রগ্রহণ : ধীরেন দে ॥ শব্দগ্রহণ : সুনীল ঘোষ, অনিল দাশগুপ্ত, সৌমেন চ্যাটার্জী, সত্যেন চ্যাটার্জী ও বাণী দত্ত ॥ সংগীত, আবহ সংগীত গ্রহণ এবং শব্দ পুনর্যোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জী গীত রচনা : স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (বেলানগর) ও শান্তি ভট্টাচার্য ॥ শিল্প নির্দেশনা : গোপী সেন ॥ পটশিল্প : কবি দাশগুপ্ত ॥ রূপসজ্জা : দেবী হালদার ॥ সর্বাধ্যক্ষ : রবীন চৌধুরী ও নিতাই দে ॥ কর্মসচিব : খোকন সেন (দেবু) ॥ ব্যবস্থাপনা : অমূল্য চক্রবর্তী ॥ আলোক-সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য ॥ স্থিরচিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ ॥

প্রচার অঙ্কন : এস. স্কোয়ার ॥ প্রচার সচিব : নিতাই দত্ত ॥

প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন** ॥

কণ্ঠ সংগীত : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ॥ ৺পান্নালাল ভট্টাচার্য ॥ মণিকা মৈত্র ॥ কৃষ্ণা রায় ॥ মলয় মুখোপাধ্যায় ॥ আরতি রায় ॥ কমলা ॥ মাধুরী ॥ মীরা ॥ সুষমা ॥ নিয়তি ॥ পলি ॥ **প্রভাত ভঞ্জ** ॥ নিখিল ॥ অজিতকুমার প্রভিতি ॥

সহকারীবৃন্দ : পরিচালনায় : দীপেন ভট্টাচার্য, পরেশ বসু ॥ সংগীতে : অমিত কুমার, সুবোধ রায় ও অহীন ঘোষ ॥ চিত্রগ্রহণে : সুকুমার শী, ভবানী দাস ॥ সম্পাদনায় : প্রতুল রায়চৌধুরী, রাধাকান্ত প্রামানিক ॥ শব্দ পুনর্যোজনায় : বলরাম বাড়ই ॥ রূপসজ্জায় : অক্ষয় দাস ॥ ব্যবস্থাপনায় : যুগল রায় ।

চরিত্র-চিত্রণে ॥ নাম ভূমিকায় : নবাগত স্বপনকুমার ॥

শিশু গদাধর : কুমারী চুমকী ॥ বালক গদাধর : শ্রীমান সৌমিত্র ॥ ঠাকুরের মাতা : ছায়া দেবী ॥ ঠাকুরের পিতা : তারাপদ বসু ॥ তোতাপুরী : বিপিন গুপ্ত ॥ ভৈরবী : শমিতা বিশ্বাস ॥ রাণী রাসমণি : প্রিয়া চ্যাটার্জী ॥ ধনি : গীতা দে ॥ রাসমণির কন্যা : যমুনা সিংহ ॥ ঠাকুরের বৌদি : সবিতা সিন্‌হা ॥ অরুণা রায় ॥ ডাঃ মহেন্দ্র সরকার : শ্যাম লাহা ॥ হলধারী : জয়নারায়ণ মুখার্জী ॥ মথুর : রবি রায়চৌধুরী (এ্যাঃ) ॥ হৃদয় : ফণী চক্রবর্তী ॥ মা কালী : কুমারী কৃষ্ণকলি ॥ শ্রীরাধিকা : সুজাতা চক্রবর্তী ॥ যদু মল্লিক : সমরজিৎ গুহ ॥ কেশব সেন : করুণ ব্যানার্জী ॥ নরেন্দ্রনাথ : সুনীত রায় ॥ যীশুখ্রীষ্ট : পের মনোজ (সুইজারল্যাণ্ড) ॥ রামেশ্বর : বাবু সেন ॥ রামকুমার : রবি সেন ॥ গিরিশচন্দ্র : গোবিন্দ গাঙ্গুলী ॥

অন্যান্য ভূমিকায় : নুবতি চ্যাটার্জী ॥ জয় ব্যানার্জী ॥ অরুণকুমার ॥ মৃণাল সাহা ॥ শান্তি ভট্টাচার্য ॥ মানব মুখার্জী ॥ বঙ্কিম চৌধুরী ॥ অনিল পাল ॥ অজিত বসু (এ্যাঃ) কমল মিত্র (এ্যাঃ) ॥ নির্মল চ্যাটার্জী ॥ প্রভাত ভট্টাচার্য ॥ ভানু গাঙ্গুলী ॥ সন্তোষ দত্ত ॥ পীযূষ দত্ত ॥ শক্তি মুখার্জী ॥ সন্তোষ রায়চৌধুরী ॥ রণেন্দ্র ॥ বীণা ॥ অশোক ভট্টাচার্য ॥ পঙ্কিল ॥ সুনীল ॥ অসিত ॥ গৌতম ॥ শশী ॥ আরতি ॥ বুলা ॥ বীণা ॥ কমলা ॥ ভারতী ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ৺দক্ষিণেশ্বর ট্রাষ্টী বোর্ড ॥ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (নরেন্দ্রপুর) ॥ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (বেলানগর) ॥ শুকদেব গোস্বামী ॥

॥ পরিবেশনা : **শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স,** কলিকাতা-১৩ ॥

কাহিনী

শুভ আবির্ভাব
১৮ই ফেব্রুয়ারী
১৮৩৬
থেকে
মহানির্বাণ
১৬ই আগষ্ট
১৮৮৬
পর্য্যন্ত
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের
অলৌকিক জীবনের
পূর্ণাঙ্গ চিত্ররূপ
যা ইতিপূর্বে চিত্রায়িত হয়নি ॥

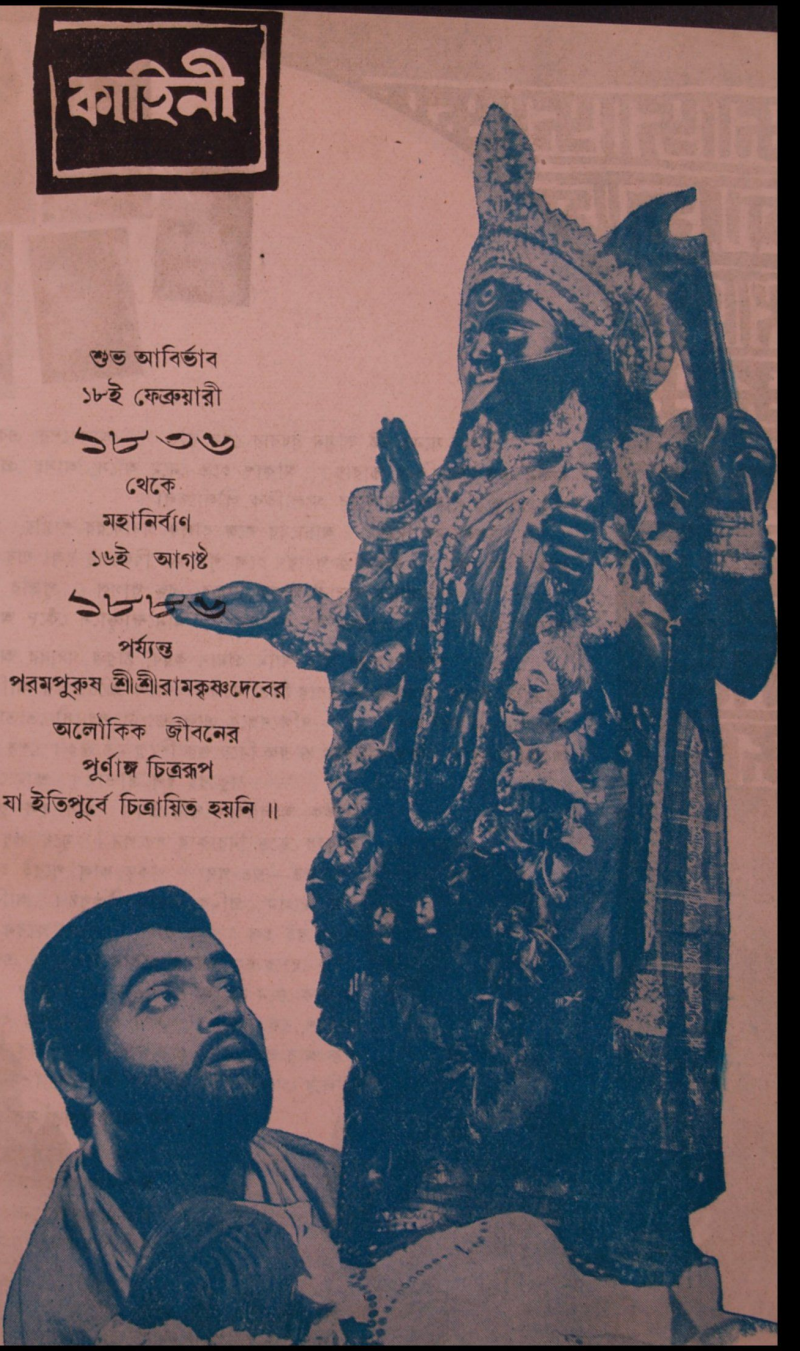

১২৪২ সনের ৬ই ফাল্গুন বুধবার শেষ রাত। আকাশের এক ৺রাম আর ৺ কৃষ্ণের আবির্ভাব···দোঁহে মিলে ৺রামকৃষ্ণ; রূপান্তরিত হলেন এক জ্যোতির্ময় তারায়। আকাশ হতে নেমে আসে, আসন্ন প্রসবিনীর ঢেঁকী ঘরে। ভূমিষ্ঠ হলেন ঠাকুর গদাধর সন্তানরূপে। শুরু হল কামারপুকুরে বালক গদাধরের অলৌকিক লীলাখেলা।

উপনয়নের দিন। আচার্যের সঙ্গে বালক গদাধরের শাস্ত্রীয়, যুক্তিলোচনা; ধনী মা কর্ম্মকার গৃহিনী। কিন্তু ভিক্ষা মা হবার অধিকার থাকবে না কেন? হরিভক্তি পরায়ণ হলে শূদ্রকেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলা যায় প্রবন বালক গদাধর। মুগ্ধ আচার্য্য মেনে নেন সেই যুক্তি।

······দক্ষিণেশ্বরে পূজারী পাগল ঠাকুর···বদ্ধ পাগল; পূজার আই, বিচার নেই···প্রবল উত্তেজনা, সন্দেহ, প্রশ্ন। রাণী রাসমণি ছুটে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। দেখেন ভাবের বন্যা। আনন্দোচ্ছ্বাসে কেঁদে আকু

"······শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে আমি প্রমাণ করব, ঠাকুর গদাধর অবত কণ্ঠে ভৈরবী তর্কে আহ্বান জানায় সারা দেশের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্‌দের সঙ্গে ভৈরবীর প্রচণ্ড বাক্‌যুদ্ধ—"এবার নিত্যানন্দের খোলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবনি রাম, যিনি কৃষ্ণ এ যুগে তিনিই রামকৃষ্ণ" শাস্ত্রীয় বিচার; মতামত; শিহরণ; কে জয়ী হল? ······দক্ষিণেশ্বরে এলো ন্যাংটা সন্ন্যাসী তোতাপুরী ঠাকুরকে দেখে চিৎকার কোরে বলে ওঠেন "মিল গয়া; মিল গয়া।" দীক্ষা দিলেন ঠাকুরকে। কিন্তু নামজগৎ ও ব্রহ্ম নিয়ে গুরু শিষ্যে মতান্তর। শেষ পর্যাপুরী চিৎকার দিয়ে ওঠেন 'গুরু মিলে লাখ লাখ চেলা মিলে এক······"

······ঠাকুরের হল স্ত্রীভাব। শ্যামাকে শ্যামকে ধরলেন। নিজে হলেন রাধারাণী। মানসিক ও দৈহিক অলৌকিক পরিবর্ত্তন। তবে হল কৃষ্ণ ঘুচল স্ত্রীভাব। ······মুসলমান ভাব নিলেন ঠাকুর। আকার ছেড়ে নিরাকার ধরলেন। মুখে শুধু অম। সারা মন্দিরে বিরাট আলোড়ন। ঠাকুর জানালেন "যত মত—তত পথ··· কিছু কাল পরেই হলের। প্রেম ভিক্ষার জন্য ঠাকুরের আকুলি বিকুলি কান্না। দেখা দিলেন প্রেমিক প্রধান যীশুখৃষ্ট। আলিঙ্গন ঠাকুরকে। দুজনার মধ্যে দুজনায় গেলেন মিশে······ তারপরেই হল "ব্রাহ্ম ভাব"। দেখা করেন প মহাতাপস কেশব চন্দ্র সেনের সঙ্গে। জহুরী আর জহর। দোহে দোহে হল ভাবের আদান প্রদান। একই ওরে নরেনকে এনে দে আমার কাছে। ও যে নিজেই নিজেকে চেনে না, আমি চিনিয়ে দেব ওকে? আ ওর অপেক্ষাতেই আছি" ঠাকুরের বুকভাঙ্গা কান্না। বহু অন্বেষণ, বহু সন্ধান। দেখা হল। কিন্তু বহু অবিশ্বাস ও অবসাদ···তারপর একদিন নরেন ধরা দিল। ভক্ত আর ভগবান। দুয়ে দুয়ে এক। ঠাকুরের শেষ হল। সহস্র নরনারীর করুণ আর্তনাদের মাঝে ঠাকুর মিলিয়ে গেলেন···দূর আকাশে সেই জ্যোতির্ময় ও পূর্ণ ব্রহ্মে।

দূর আকাশের বুক হতে আসে দৈববাণী···

'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানায় ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"।

সংগীত

(১)

কথা : শান্তি ভট্টাচার্য কণ্ঠ : মণিকা মৈত্র

মা—
বিসর্জ্জনের কান্না কি রয়, বরণ ডালার শাঁখে
বোধন কি তোর চিরদিনই রোদন ভরাইথাকে
এ কেমন তোর পুতুল খেলা
এই গড়া এই ভেঙ্গে ফেলা
দীপান্বিতার প্রদীপ জেলে
নেভাও ঝড়ে তাকে।
অথৈ অসীম কালের সাগর বুকে
জীবন তরী দোলাও তুমি
দুঃখে কভু সুখে
কুল দিতে চাও ঐ অকূলে
তাই কি নোঙর নিলে তুলে
জোয়ার জলে ভাসল খেয়া
কে আর বেঁধে রাখে।
বিসর্জ্জনের কান্না কি রয় বরণ ডালার শাঁখে

(২)

কথা : প্রচলিত ॥ কণ্ঠ : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

সদানন্দময়ী কালী
মহাকালের মনোমোহিনী।
তুমি আপনি নাচ আপনি গাও
আপনি দাও মা করতালী।
আদিভূতা সনাতনী
শূণ্য রূপা শশীভালী।
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন
মুণ্ডমালা কোথায় পেলি।
সবেমাত্র তুমি যন্ত্রী
আমরা তোমায় যন্ত্রে চলি
যেমন রাখ তেমনি থাকি
যেমন বলাও তেমনি বলি
অশান্ত কমলাকান্ত
দিয়ে বলে গালাগালি
এবার সর্ব্বনাশী ধরে অসি
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো খেলি।

(৩)

কথা : স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (বেলানগর)
কণ্ঠ : কৃষ্ণা রায় ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

ছোট মা কালী :—
জয় কালী জয় কালী বলে
ছেলে আমার পাগল হল,
আমার পাগল স্বামী পাগল ছেলে
ভাগ্যে আমার এই কি ছিল ?
ঠাকুর রামকৃষ্ণ :—
মনের মত পাগল আমি
হতে পেলাম কই—
পাগলের মত পাগল হলে
এ জনমে ধন্য হই।
কত করে বলেছি তোরে
দেমা আমায় পাগল করে
তাতো বেটী শুনলিনা, তোর
অবহেলা কত সই।
যার পিতা, মাতা পাগল সবে
ভালটি সে কেমন হরে
শেয়ান পাগল, ধেয়ান পাগল
পাগল যে সবাই এ ভবে
স্বর্গেতে শিব পাগল
মর্তে শ্রীচৈতন্য পাগল
তেমনি আমায় কর মা পাগল
তোর চরণে শরণ লই।

(৪)

কথা : স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (বেলানগর)
কণ্ঠ : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

আমার পাগল বাবা
পাগলী আমার মা,
ওরে, আমি তাদের পাগল ছেলে
আমার মায়ের নাম শ্যামা
পাগলী আমার মা।
ব্রহ্মা পাগল শিব পাগল
ঈশা মুসা গৌরাঙ পাগল।
এই পাগলের মেলায় ওগো
তোমরা পাগল হওনা
পাগলী আমার মা।

(৫)

কথা : শান্তি ভট্টাচার্য কণ্ঠ : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

হৈথুন্ তাক্ তুক
তেরে কেটে তাক্
ধেরে কেটে তাক, তেরে কেটে তাক,
বৌ ধরে আন যেখানেই থাক।
ধাটে কেটে তাক্ তাকুর তাকুর
রুণু ঝুণু বাজে পায়ের নূপুর (২)
তাক্ ধেরে নাগে তেরে কেটে তাক্
উলু দেবে শুক্ সারি দেবে শাঁখ।
কানাই বলাই শানাই বাজাবে
ললিতা বিশাখা কনেরে সাজাবে,
ষোলশ' গোপিনী রাধারাণী সনে
দেবে সাত পাক্
বিশ্ব জননী চিন্তামনি মোরে
রসে বসে রাখ (২)

(৬)

কথা : হিরন্ময় সেন কণ্ঠ : মণিকা মৈত্র

মম এ জীবন রাখিনু শুধু
কৃষ্ণ দরশন লাগিয়া
নয়ন প্রীত না ভেল।
শ্যামা ধরহ শ্যামের মুরতি।
শ্রীরাধা কাঁদে কাঁদিছে শ্রীমতী
কাঁদিয়া পরাণ গেল।
পিয়া যব আওব আঁখির গেহে
পলকে ঝাপিয়া রাখিব তোঁহে
মম আঁখি বিনা আর
দেখিতে দিব না কারে
হৃদয় আঁখিতে পিরিতী ভেল।
বিরহিনী পরান আর নাহি রাখব
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি জীবন ত্যজব।
তনুখানি মোর দিও পোড়াইয়া
রাখিও শুধু দুটি আঁখি
লাখ লাখ যুগ
(হায়) লাখ লাখ যুগ রহব চাহিয়া
কৃষ্ণ দরশন লাগি

(৭)

কথা : স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (বেলানগর)
কণ্ঠ : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

মা.....
এ আবার কোন খেলা তোর মা
লীলা বোঝা ভার
মায়া জালে জড়াস্ আমায়
কেন মিছে আর।
ছিলাম ভাল মায়ে ছেলে
মনের সুখে হেসে খেলে-মা
নিরিবিলি পেতাম তোরে
কাছে বারে বার।
কেন আমায় আনলি হেথা, কিবা তোর সাধ
আর কত দেখবি বল পেতে মায়ার ফাঁদ।
যুক্তি তর্ক জ্ঞান বিচারে
কেউ কখনও না পায় তোরে-মা
বিশ্বাসে গো বস্তু মিলে
এই জেনেছি সার।

(৮)

কথা : জাফর ॥ কণ্ঠ : ৺পান্নালাল ভট্টাচার্য

তুঝসে হামনে যব দিল কো লাগায়া
যো কুছ হ্যায় সব তু হী হ্যায়,
এক তুঝকো ম্যায় আপনা পায়া
সবকে মকান ঔর দিলকে ইয়েকিন তু
কৌনসা দিল হ্যায় জিসমে নেহি তু
হর এক দিলমে তুঁহি সামায়া
ক্যা মলায়া, ক্যা ইন্ শান্
ক্যা হিন্দু, ক্যা মুসলমান
যে চাহে তুনে বনায়া
তেরী পরাস্তীন হোগী সবজ্যা
আগে তেরে সবোনে ঝুকায়া,
যো কুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়।

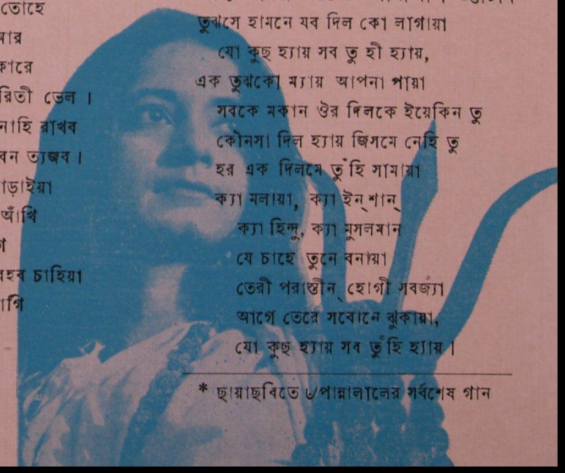

* ছায়াছবিতে ৺পান্নালালের সর্বশেষ গান

• "পাগল ঠাকুর" সম্পর্কে মতামত •

শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ পরমহংসদেব—"পাগল ঠাকুর" চিত্রজগতের এক সার্থক সৃষ্টি। পরমহংসদেবের জীবনের সাধনা, সিদ্ধি, উপদেশামৃতকে এমন করিয়া আর কোন চিত্রনাট্যে পরিবেশিত হয় নাই।

শ্রীমৎস্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (সভাপতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম)—এই চিত্রে বহু নতুন ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের "যত মত তত পথ" ভাবের বিষয় জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তাঁর লীলাময় জীবনীকে হিরন্ময় বাবু, অতি নিপুণ ভাবে চিত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন সে জন্য আমি তাঁহাকে অভিনন্দন জানাই।

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন—(পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী) : "পাগল ঠাকুর" একাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে। এই ছবিতে সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘটনাবহুল সামগ্রিক জীবনের রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আধ্যাত্মবাদের উপর সবিশেষ জোর না দিয়ে, তিনি যে সর্ব মানব ও সর্বধর্মের মিলন প্রয়াসী ছিলেন, তাঁর সেই জীবনবাণীকেই রূপ দেওয়া হয়েছে এই ছবিতে।

যুগান্তর—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন সম্পর্কে ভক্তের মনে যে চিত্রটি আঁকা হয়ে আছে, ছবিতেও তা অম্লান। পাগল ঠাকুরের বড় সার্থকতা এই খানে। তাছাড়া ঠাকুরের সাধক জীবনের প্রসঙ্গ উথাপনেও পরিচালক শ্রীসেন ভক্ত মনকে প্রভাবিত করতে পেরেছেন।

দেশ—"পাগল ঠাকুর" দেখেও মনে হয় না এর কোথাও ফাঁকি আছে। ভক্তদের কাছে এই ছবির একটা বিশেষ মূল্য আছে। তোতাপুরী ও ভৈরবীর আগমন এবং সেই সংক্রান্ত উপাখ্যান ছবিতে সুন্দর ভাবে ও প্রামানিকতার সঙ্গে বিন্যস্ত।

অমৃতবাজার পত্রিকা—এই ছবিটি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের একটি অভিনন্দন-যোগ্য তত্ত্বমূলক চিত্র যা আন্তরিকতার সঙ্গে করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম-সমন্বয়ে একেশ্বর মতটি অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রচুর গবেষনায় যে সব তত্ত্বমূলক ঘটনা পরিচালক সংগ্রহ কোরেছেন তা উল্লেখযোগ্য।

অমৃত—ঠাকুরের জন্ম হতে মহানির্বাণ পর্যন্ত যে স্মরণীয় ঘটনাগুলো দেখান হয়েছে—তা সল্প পরিসরে অভাবনীয়।

জনসেবক—এত বড় পটভূমিকায় এর আগে আর কোন ছবি তৈরী হয়নি। ঠাকুরের জীবন দর্শন, তাঁর মর্মবাণীকে এত সুন্দর ও সার্থক কোরে বলবার চেষ্টাও এর আগে হয় নি।

দৈনিক বসুমতী—বহু নতুন ঘটনা এই চিত্রে সন্নিবেশ করা হয়েছে, যা ঐতিহাসিক সত্য অথচ ইতিপূর্বে অন্য কোন চিত্রে সংযোজিত হয় নি। চরিত্রচিত্রণে অধিকাংশ নতুন শিল্পীর এ মহৎ প্রচেষ্টার স্মরণীয় দিক।

সিনে এ্যাড্‌ভান্স—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীতে বহুবিধ জ্ঞান, উপদেশ এবং কথামৃতের প্রচার আছে। পরিচালক হিরন্ময় সেন, সেই সব, তাঁর অতি নিখুঁত পরিচালনায় দর্শকের সম্মুখে সফলতার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন।

ঘরণী—পরিচালক এক অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন, তাঁর সুন্দর কাহিনী ও সুন্দরতর চিত্রনাট্য রচনার মাধ্যমে। হৃদয়গ্রাহী সংলাপ ও এ ছবির অমূল্য সম্পদ।

শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্সের প্রচার দপ্তর থেকে প্রকাশিত। মুদ্রণে : ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলি-১৩
পরিকল্পনা ও গ্রন্থনা : প্রচার উপদেষ্টা **শ্রীপঞ্চানন**